

লিভ টুগেদার প্রসঙ্গে

-বিপ্লব

তামিলনাড়ুতে এমন এক উদ্ভট ঘটনা ঘটে গেল, যার পরিপেক্ষিতে এই লেখা। অভিনেত্রী খুশবু এক মন্তব্য নিয়ে তামিলনাড়ু এখন জ্বলছে! বক্তব্যটা সামান্য-প্রাকবিবাহ বা প্রিমারিটাল সেক্স নিয়ে ছুঁচিবাই থাকা উচিত নয়! কিন্তু সেক্স নিয়ে আমাদের সমাজের দ্বিচারিতাটাতো সামান্য নয়! বলাবাহুল্য অসামান্য। ব্যাস হইচয় চারিদিকে-দুদিনে পঁচিশটা মামলা। জামিন অযোগ্য গ্রেফতারী পরোয়ানা। আরো আশ্চর্য হয়ে দেখছি মহিলা সংগঠনগুলিই চেষ্টাচ্ছে বেশী। ভাবটা এমন খুশবুর এই মন্তব্যে সতীসাবিত্রী ভারতীয় নারীর সতীচ্ছেদ হয়েছে!

<http://www.anandabazar.com/19edit2.htm>

ধন্যবাদ খুশবুকে। যিনি সমাজের এই দ্বিচারিতা মানেন নি। গ্রেফতার বরন করেছেন এবং বলেছেন যা বলেছি ঠিক বলেছি। সাবাস খুশবু।

"I stand by what I said and I am not ashamed of what I spoke,"

অতপর আমি পড়াশোনা করতে বসলাম। যদিও আমি প্রাকবিবাহ সেক্সের পক্ষে, বেশ প্রকাশ্যেই পক্ষে, তবুও এব্যাপারে সমাজ এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষণা আমাদের জানা উচিত। নইলে ভালো খারাপের বোধটা ঠিক জন্মাবে না।

প্রথমেই বলে নিই, সেক্স নিয়ে নৈতিকতার গবেষণা পুরোটাই অবৈজ্ঞানিক (Sex and Reason, chapter 8, Book by Richard A. Posner; Harvard University Press, 1992)। কারণ সেক্সের নৈতিকতার তত্ত্ব বানানো যেতেই পারে, কিন্তু সেই সব তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাই অবৈজ্ঞানিক। সেই পপারকেই আনতে হচ্ছে। এই জন্য ফ্রয়েডীয় বা মার্কাসের সেক্সের আধাবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে কোন সেক্স ঠিক, কোনটা বেঠিক, সেটা নির্ণয় করা কঠিন।

অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে একথা বলা এবং প্রমাণ করা সম্ভব নয়, নৈতিকতার দৃষ্টিতে আজ এর সাথে শোয়া ভালো বা কাল ওর সাথে শোয়া খারাপ!

যেটা করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে সামাজিক এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে দেখা, কোন ধরনের যৌননৈতিকতা সমাজের পক্ষে ভালো। ভালো মানে, রাস্ট্রের উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গীতে, অর্থনীতি এবং আইন শৃঙ্খলার দৃষ্টিভঙ্গীতে একমাত্র বিশ্লেষণ সম্ভব। এখানে অর্থনীতির উৎপাদন বলতে রাস্ট্রের সন্তানসন্ততির সংখ্যা এবং তাদের উৎপাদনশীলতা (অর্থাৎ ড্রাগ, অর্ধশিক্ষা, পারিবারিক কলহ, ডিপ্রেসন ইত্যাদি থেকে মুক্ত সামাজিক ব্যক্তিকে আমরা উৎপাদনশীলতার একক ধরব)।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রাকবিবাহ সেক্সকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে

১. লিভটুগেদার দম্পতি সমূহ
২. পরিণত (১৮+) বয়সে ডেটিং এর সময় সহবাস
৩. অপরিণত বয়সে ডেটিং এর সময় সহবাস বা মাইনর সেক্স

এর মধ্যে (২) বাদ দিলে, (১) এবং (৩) সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর। যেসব গবেষণালব্ধ প্রমাণ দেখছি, তাতে বলা চলে বর্জনযোগ্য। রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই। তবে সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মে ব্যতিক্রম থাকতেই পারে।

একমাত্র দেখছি পরিণত বয়সে ডেটিংয়ের সময় সহবাস (২) মন এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। তবে সেক্স আসলে, ভায়োলেন্সও আসে। এই শুধু একটাই নেগেটিভ চোখে পড়ল। সেতো বিয়ের পরেও থাকে। তবে এই দিকটা ভোলা উচিত নয়। পেডিয়াট্রিকস জার্নালে এক গবেষণা পত্র থেকে জানলামঃ

বিবাহপূর্বে সহবাস করা মেয়েদের, কুমারীদের অপেক্ষা কিছু ব্যবহারগত সমস্যা থাকে। যেমন,

- আড়াইগুণ বেশী মদ্যপান করে
- ছয়গুণ বেশী সম্ভবনা ড্রাগ এডিক্ট হওয়ার
- চারগুণ বেশী আত্মহত্যা করার প্রবণতা থাকে
- এছারাও গর্ভধারণ এবং গর্ভপাতের সমস্যাতো রয়েইছে

ছেলেদের ড্রাগ নেওয়া এবং অপরাধের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। তবে সমস্যা সেক্সে নয়। সমস্যাটা সেক্স এডুকেশনের। ভারতে ৭৫% ছেলেমেয়েদের প্রাকবৈবাহিক যৌন অভিজ্ঞতা না থাকা, সমাজের পক্ষে আরো ক্ষতিকর। ভারতে যেটা হয়, এই প্রাকবৈবাহিক চাহিদা মেটানোর জন্য ছেলেরা অনেক সময় বেশ্যালয়ে যায় এবং নানান যৌনব্যাধির স্বীকার হয়। সেটা বৈবাহিক জীবনে স্ত্রীর মধ্যে সংক্রামিত হয়। মেয়েরা অনেক সময় পরিবারের অন্যান্য ছেলেদের হাতে বলাৎকৃত হয়, কিন্তু বলতে পারে না।

কিছু ব্যবহারগত সমস্যা থাকলেও, পরিণত বয়সের প্রাকবৈবাহিক যৌনসংসর্গ অবশ্যই ভালো। যৌনব্যাধিতে যুবসমাজ আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে থেকে অনেকটাই ভালো। নারীর কুমারীশরীরের পবিত্র কল্পনা আসলেই ধর্মের সীলা মারা এক ধরনের যৌনব্যাধি। বা পুরুষতন্ত্রের কারসাজি।

(৩) নিয়ে আলোচনা করছি না, কারণ যেকোন ধর্মনিরপেক্ষ দেশে মাইনর সেক্স নিষিদ্ধ। ব্যতিক্রম হচ্ছে শরিয়ানিয়ন্ত্রিত দেশগুলি-যদুর জানি সেখানে চোদ্দবছর

বয়সেই মেয়েদের সহবাসযোগ্য ধরা হয়। চতুর্দশীর সাথে সহবাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলাৎকার-ধর্মের সীলমোহরে পুরুষতৃপ্তির পক্ষে তা চমৎকার!

এবার লিভটুগেদার প্রসঙ্গে আসি। আমেরিকায় ১৯% লিভ-ইন সম্পর্ক বিবাহে পরিণত হয়। ইউরোপে বিবাহ উঠে যেতে চলেছে। আমেরিকা লিভটুগেদারকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয় না-কারণ তাতে সন্তান উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ইউরোপের দিকে তাকালে তা সত্য বলেই মনে হয়। ফ্রান্স, ইটালী ইত্যাদি দেশগুলির জন সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্যে মোটামুটি সবাই লিভ-ইন করার পরই বিয়ে করে। কিছু গৌড়া ক্যাথলিক বাদ দিলে। আমেরিকায় লিভটুগেদার করা দম্পতির ট্যাক্স বাঁচাতে সাধারণত দ্রুত বিবাহ সেরে নেয়। ইউরোপে সে বালাই নেয়-ফ্রান্সেতো বিয়ে উঠেই গেছে। জার্মানিতে মোটামুটি গড়ে পাঁচ থেকে সাত বছর একসাথে থাকার পর বিয়ে হয়। জার্মান, ফ্রান্স এবং ইটালীয় প্রচুর বন্ধু থাকার সুবাদে জেনেছি, জার্মানি বেশ রক্ষণশীল এবং ৪৫% লিভটুগেদার বিয়েতে পরিণত হয়। ইটালি হয় খুব গৌড়া ক্যাথলিক, যারা বিয়ের আগে ডেটিংয়ে সেক্স পর্যন্ত করে না (ইটালিতে আমার এক সহকর্মী প্রায় বারো বছর ধরে একটা ছেলেকে ডেট করছিল কোন যৌন সম্পর্ক ছারা। ক্যাথলিকদের মধেই বোধ হয়, এইরূপ স্যাম্পল পাওয়া যাবে।) আর উদারনেতিক ইটালিয়ানরা বিয়েকে পাত্তা না দিয়ে লিভটুগেদার করে। ছেলে, মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর সময়, আইনি চাপে বিয়ে করতে বাধ্য হয়!

লিভ-ইনকে যারা প্রগতিশীলতার রূপক কল্পনা করেন, তাদের সামনে কিছু অপ্রিয় সত্য তুলে ধরি।

লিভটুগেদারঃ কল্পনা বনাম বাস্তব

(১) অনেকেরই ধারণা লিভ-ইন করে বিবাহ করলে, সেই বিয়ে টেকসই হয়। কারণ বোঝাপড়া গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

বাস্তব আসলেই উলটো!

ইয়েলের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিল বেনেটের কাজ (Psychology Magazine) থেকে জানতে পারলাম যারা লিভ টুগেদারের করে বিয়ে করেছেন, তাদের বিচ্ছেদের সম্ভবনা, অন্যদের চেয়ে ৮০% বেশী! শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে উইলিয়াম আক্সন জানাচ্ছেন এর কারণ। লিভ-ইন দম্পতির একটু লিবারেল বেশী, তাই তারা ডিভোর্সটাকেও অনেক সহজ ভাবে নিয়ে থাকে। ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর আরেক গবেষণা পত্র থেকে দেখছি (Hall and Zhou 1995:421-427), অতীতে লিভ-ইন করা দম্পতির মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই বিবাহ নামক চুক্তিটির প্রতি শ্রদ্ধা কম থাকে। ফলে বিবাহবিচ্ছেদের গ্লানিটাও সমপরিমাণে কমে যায়।

(২) আরেকটি ভুল ধারণা লিভটুগেদারে বিবাহিত জীবন অনেক বেশী সুখী হয়। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কমে।

গবেষণা লঙ্ঘফল বলছে, লিভ-ইন দাম্পত্যজীবন অনেক বেশী অখুশী(Alfred DeMars and Gerald Leslie (1984),Scott (1994))। ব্রাউন এবং বুথ দেখিয়েছেন এর কারণ 'শ্রমের বিন্যাসের অবনমন'।

আসলে লিভটুগেদার হচ্ছে অনেকটাই অবস্থার তাগিদে একটা সাময়িক এডজাস্টমেন্ট। সাধারণত ছেলেরা লিভ-ইন সম্পর্কটাকে বিবাহে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুব ইচ্ছুক থাকে না (study at Northern State University published in Family Therapy)। মেয়েরা চাই স্টাটাসটা দ্রুত বিবাহে নিয়ে যেতে। বিধায় লিভ-ইন সম্পর্কে ছেলেদের ক্ষমতা বেশী থাকে। যে কোন দরদামের ক্ষেত্রে যে পার্টনার বার্গেন থেকে বেড়োতে পারে, তারই ক্ষমতা বেশী থাকে।

বিবাহে মেয়েরা যে সিকিউরিটি পায়, সেটা লিভ-ইনে থাকে না। বাজার অর্থনীতির দৃষ্টিতে দেখলেও, একজন বিবাহিত মেয়ের তুলনায়, লিভ-ইনরত একজন মেয়ের বার্গেন পাওয়ার বা দরদাম করার ক্ষমতা কম। বিবাহিত জীবনে শ্রমের যে বিন্যাস হয়, সেটা নির্ভর করে, বৈবাহিক সম্পর্কে পুরুষ এবং নারীর দরদাম ক্ষমতার ওপর। গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে লিভ-ইন সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার তাগিদ মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশী। সেইজন্য দাম্পত্য শ্রমবিন্যাসে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েরা অনেক কম্প্রোমাইজ করতে বাধ্য হয়। সেটাই অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায় পরবর্তী জীবনে।

এই কম্প্রোমাইজের ব্যাপারে, আমি কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি। ইটালির এক বিখ্যাত নবীন এবং স্মার্ট অধ্যাপক, যার কাছে আমি কাজ করতাম, তিনি এক স্কুল শিক্ষিকার সাথে বছর কয়েক ধরে লিভ-ইনে ছিলেন। এই অধ্যাপক বান্ধবী আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তার কাছ থেকেই বুঝেছিলাম, লিভটুগেদার মেয়েদের কাছে আসলেই শাঁখের করাত। যেমন এই ভদ্রমহিলা বয়সজনিত কারণে, দ্রুত বাচ্চা চাইছিলেন। আরো চাইছিলেন বিয়েটা হয়ে গেলেই ভালো হয়। কিন্তু চাপ দিতে চাইছিলেন না-কারণ এর আগে দুবার তাদের মধ্যে ছারাছারি হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার যখন ইটালীতে গেলাম তখন তৃতীয় বিচ্ছেদ চলছে। বিচ্ছেদের কথা জিজ্ঞেস করায়, অধ্যাপক সাহেব বললেন " I am a male, of all an Italian male.Should I bother?"। অর্থাৎ, বিচ্ছেদ হয়েছেতো ভাবার কি আছে। সুদর্শন ইটালিয়ান পুরুষের আবার মেয়ে পাওয়ার অভাব! আমি বললাম মানেটা কি? উত্তরপেলাম, যাবেটা কোথায়, আবার ফিরে আসবে। অর্থাৎ, লিভটুগেদারের প্রতি অধ্যাপক বান্ধবীর নিষ্ঠা ছিল অনেক বেশী। যাইহোক তাদের সম্পর্ক তিনবারের বিচ্ছেদের পর, বিবাহে মধুরেন সমাপ্ত হয়েছে। ভারতীয় নারীরাই শুধু শোষিত এবং ভাগ্যহীনা এমন ভাবার কোন কারণ নেই।

শুধু কি তাই? সমীক্ষা থেকে আরো জানা যাচ্ছে ৪০% লিভ-ইন বিয়ে করা দম্পতিদের মধ্যে ৪০% নারী এবং ৫৫% পুরুষ পরকীয়ায় লিপ্ত। লিভটুগেদার না করে বিয়ে করা দম্পতিদের মধ্যে এই সংখ্যাটা ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০%(Ciavola 1997)।

(৩) এবার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের প্রসঙ্গে আসি। এ ব্যাপারে প্রচুর তথ্য পাচ্ছি। লিভ-ইন সম্পর্কে, এক জন পুরুষ বন্ধুর হাতে নারীর মার খাওয়ার সম্ভবনা, বিবাহিতদের তুলনায় প্রায় ৬০% বেশী (Scott 1994:79; Jackson 1996, Colson 1995)। কারণ অধিকাংশ লিভ-ইন দম্পতি সাধারণত বৃহত্তর পরিবারের চাপ কাটাতে কিছুটা নিসঙ্গতায় ভোগে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন স্টাটস, সমীক্ষা থেকে জানাচ্ছেন, লিভ-ইন সম্পর্কে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, বিবাহিত দম্পতিদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন।

লিভ-ইনের সাথে নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটি চলে আসে। কিন্তু আদৌ কি এতে মেয়েদের কোন লাভ হয়? আমরা গবেষণা থেকে দেখলাম, লিভটুগেদার সিস্টেম মেয়েদের পক্ষে নানা কারণে ক্ষতিকর। বিখ্যাত ফ্যামিলি বিশেষজ্ঞ ডঃ লরা বলছেন লিভ-ইন সম্পর্ক আসলেই মেয়েদের আত্ম বঞ্চনা। আরেক বিশেষজ্ঞ লেসিংজার, লিভ-ইন সম্মুখে বলছেন "Ten stupid things women do to mess up their lives"। লেসিংজার আরো বলছেন, ঠিক ঠাক ডেটিং, সুস্থ এবং শক্তিশালী বিবাহের ভবিষ্যত। লিভ-ইন সম্পর্ক আসলেই পরবর্তী বিবাহবন্ধন দুর্বল করে।

তবে সবটাই সংখ্যাতন্ত্র। ব্যতিক্রম থাকবেই। এব্যাপারে পোস্টমর্ডান দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ প্রত্যেকটা সম্পর্কের একটা আলাদা জটিলতা আছে, এমন ভেবে চলায় ঠিক। পাশাপাশি, গবেষণালব্ধফলগুলি জানা থাকলে, সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।

ক্যালিফোর্নিয়া

১১/১৯/০৫